৩।

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 07 FEB 1993
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

চঃ বিশ্ববিদ্যালয় ঃ রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক তৎপরতা বন্ধ

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

চট্টগ্রাম, ৬ই ফেব্রুয়ারি।– চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক তৎপরতা বন্ধ রয়েছে। সর্বদলীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে প্রণীত আচরণবিধি অনুযায়ী ক্যাম্পাসে সভা–সমাবেশ–মিছিল ইত্যাদির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। তবে ইতিমধ্যে নিষেধাজ্ঞার সময়সীমা উত্তীর্ণ হয়ে গেলেও নিষেধাজ্ঞা তুলে না নেয়ায় ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে ক্ষোভ বিরাজ করছে। স্বাধীনতাবিরোধী ইসলামী ছাত্র শিবির ছাড়া সবগুলো সংগঠন এই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়ার জন্য দাবি জানিয়েছে। শিবির এর বিরোধিতা করছে।

গত ২রা ফেব্রুয়ারি দোস্ত বিল্ডিংস্থ উত্তর জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয় সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের নেতৃবৃন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে চট্টগ্রামের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। ছাত্রলীগ ভার্সিটি শাখার সভাপতি সেলিম রেজা সৌরভের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় নেতৃবৃন্দ বলেন, প্রশাসন একটি চিহ্নিত ছাত্র সংগঠনের যোগসাজশে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে কূপমন্ডুকতা ও অন্ধত্ব বিস্তারে নিয়োজিত রয়েছে। এর অংশ হিসেবে প্রশাসন ছাত্র সমাজের ন্যায্য গণতান্ত্রিক, মৌলিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার চর্চায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।

মতবিনিময় সভায় আওয়ামী লীগের অধ্যাপক মোঃ ইসমাইল, সিপিবি'র শাহ আলম, ন্যাপের কামাল আজিজুল হক, বাসদের মোহাম্মদ সেলিম এবং সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের পক্ষে সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের মাহবুবুর রহমান, ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি সাইফুদ্দিন খালেদ খসরু, ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি মোঃ শাহজাহান, ছাত্রমৈত্রীর আহ্বায়ক আসাদুজ্জামান দিলীপ ও ছাত্রলীগের (বা–কা) মুজিবুর রহমান শিবলু বক্তব্য রাখেন।

সাংস্কৃতিক জোটের স্মারকলিপি পেশ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড পরিচালনায় কর্তৃপক্ষ আরোপিত প্রতিবন্ধকতা প্রত্যাহার করে স্বাধীন সংস্কৃতি চর্চার অধিকার ফিরিয়ে দেয়ার দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয় সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট প্রক্টরকে স্মারকলিপি প্রদান করেছে। স্মারকলিপি পেশ করার সময় বাংলার মুখ, অঙ্গন, কমল, চারণ, স্পন্দন, সাংস্কৃতিক স্কোয়াড, ঐকতান, সমীক্ষণ, অভিব্যক্তি ও লেখক শিবির এই ১০টি সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। তারা আগামী ২১শে ফেব্রুয়ারির পূর্বেই শহীদ মিনার পুনর্নির্মাণ, শহীদ মোজাম্মেল মিলনায়তনের পূর্ণাঙ্গ সংস্কার এবং কলাভবন চত্বরে মুক্তমঞ্চ নির্মাণেরও দাবি জানান।